বাংলায় অনূদিত

এক খ্যাতিমান শহীদের জীবন বৃত্তান্ত

আবু হাসসান আল-সান'আনি

-আল্লাহ তাঁকে কবুল করুন-

অনূবাদঃ
মুহাম্মদ বিন কাসিম মিডিয়া

পরম করুনাময় এবং অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

ইয়েমেনের জনগন থেকে...

দৃঢ়সংকল্প স্বভাবের একটি শান্ত সিংহ...

একটি উদ্দীপনাময় বিশুদ্ধ ঈমান যে কখনোই এর থেকে পিছু হটে নি..

তাঁর নাম ছিল আনোয়ার নাজিব আল-শা'রি।বাগদাদের পতনের আগে যারা সেখানে গিয়েছিল তাঁর ত্রিশ বছর বয়স্ক ঈমানি চেতনাই তাঁকে বাধ্য করেছিল সেখানে যেতে। কিন্তু যখন সেখানে পরিষ্কার কোনও জিহাদি পতাকা ছিল না তখন তাঁর সচেতন ঈমান এবং ভালো চরিত্রই তাঁকে নিবৃত্ত করেছিল এদের থেকে দূরে সরে থাকতে। এই শব্দগুলো আবু হাসসানের বেলায় সত্য হয়েছিল মুজাহিদিনদের ইমামের (আল্লাহ তাঁর উপর শান্তি ও অনুগ্রহ বর্ষন করুক) ভাষায় এভাবেঃ

"যে অন্ধ পতাকাতলে যুদ্ধ করে মারা গেল সে জাহিলিয়াতের মৃত্যুবরন করলো "

সে মেডিসিনে পড়াশোনা করেছিল এবং একজন সহকারী ডেন্টিষ্ট ছিল, কিন্তু তাঁর আত্মা সবসময় জিহাদের ভূমিতে আবিষ্ট থাকতো।সে একটি সুযোগের অপেক্ষায় ছিল এবং সবসময় খবর পর্যবেক্ষন করতো এই জন্য যে, যদি কোথাও থেকে পতাকা দৃষ্টিগোচর হয় এবং আল্লাহর পথের মুজাহিদদের কণ্ঠস্বর উত্তোলিত হয়। বাথ শাসনের পতনের পর সে আর দেরি করতে পারে নি। সে ঐ দেশে পুনরায় ফিরে গিয়েছে তাঁর মুখের মাধ্যমে এই শব্দগুলোর পুনরাবৃত্তি করেছেঃ

"আমি আপনার দিকে আসছি , হে আমার রব, আপনারই সন্তুষ্টির জন্য"

আল ফালুজার যূদ্ধের মধ্যে সে ইরাক পৌঁছেছিল। যত দ্রুত সম্ভব সে একটি যুদ্ধ দলের সাথে যোগ দিয়েছিল। আল ফালুজার দ্বিতীয় যূদ্ধের সময় সে ক্রুসেডারদের বন্দী হয়েছিল। মসুলের বাদুশ জেলখআনায় আসার পূর্বে সে তাদের বন্দী নির্যাতনখানায় দুই বছরের অধিক সময় ধরে ছিল।

এরপর আল্লাহ তাঁকে মুক্তি প্রদান করেছেন, সে তাদের মধ্যে থেকে একজন যার বন্দীদশা ভেঙ্গেছিল বিখ্যাত আক্রমনের মাধ্যমে যেটি বাদুশ জেলখানার অসংখ্য সাহসী সিংহপুরুষের বন্দীত্বের অবসান ঘটিয়েছিল। অন্যান্য বন্দীদের মতো আমাদের বন্ধুরও উদ্দীপনা এবং দৃঢ়সংকল্পতা বন্দী হওয়ার আগের অবস্থা থেকেও আরো দ্বিগুন হয়েছে।

সে কিছু দিনের জন্য সামারা শহরে বসবাস করে যেখানে সে বিমান বাহিনীর মাঠে প্রশিক্ষন শেষে বিমান বিধ্বংসী অস্ত্র চালনায় পারদর্শী হয়েছে। সে এই অস্ত্র নিয়ে সকল যুদ্ধের জন্য এবং আক্রমনের জন্য প্রস্তুত ছিল এবং মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়ার জন্য তাঁর দুঃসাহসের পরিচিতি তাঁকে অনেক উচ্চ স্তরে নিয়ে গিয়েছিল। যখনই সে কোনও কান্না এবং শোরগোল শুনতে পেত তখনই সে তীব্রবেগে ছুটে যেত এর প্রতিক্রিয়া জানানোর জন্য। সে রাবিয়া বিন আমির রাইদের মতই আল-যুবাইর এবং আল-মুতাওয়াক্কিল অভিযানগুলোতে অংশগ্রহন করেছিল।

তারপর তিনি নিজেকে মর্টার নিক্ষেপকরন প্রশিক্ষনের কাজে নিয়োজিত করেন। আনন্দের কারন হচ্ছে উনি এইটাতে খুবই পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর পারদর্শীতার দৃষ্টান্ত এইভাবে দেওয়া যায়, তিনি সেই সময়ে ১২০ মিলি মিটার মর্টার কোন বেইস প্লেট ছাড়া নিক্ষেপ করতে পারতেন যেইটি করা ছিল অনেক বেশি কঠিন কারন দীর্ঘ বেরেল

এবং ফাইয়ারিং এর উপর শক্তিশালী সংকুচিত কয়েলের কারনে। একবার এক ঘটনায় সংকুচিত কয়েলকে টেনে তুলার জন্য তাঁকে তিনবার বল প্রয়োগ করতে হয়েছিল, প্রত্যেকবার সে এইটি পড়েছিলঃ

“হে আল্লাহ, আমার শেষ পরিনতিটিকে কবুল করুন আমার মর্টারের মাধ্যমে”

আত্মার বিশুদ্ধতা এবং নৈতিকতার দিক দিয়ে সে ছিল এক বিস্ময়।সে তাঁর ভাইদের বিষয়ে খুবই সহনশীল এবং সে কখনোই কারো বিষয়ে কোনো বিদ্বেষ তার মনে স্থান দেয়নি।যারাই তাঁকে দেখেছিল তারাই তাঁর চারিত্রিক সততা তাঁর চেহারায় দেখেছিল। সে প্রত্যেক ব্যাপারে তাঁর ভাইদের জন্য উৎকণ্ঠিত ছিল এবং তাঁদেরকে সাহায্য করার ব্যাপারে উৎসুক ছিল এমনকি রান্নাঘরেও। সে সবসময় বিয়ে করার জন্য চেষ্টা করেছিল এবং এই ব্যাপারে অনেক কথা বলেছিল কিন্তু আল্লাহতাআলা তাঁকে এই দুনিয়া থেকেও অনেক বেশি পুরষ্কার দিয়েছেন যেইটি সে প্রত্যাশা করতো।

সে সবচেয়ে বেশি প্রভাবান্বিত হয় তাঁর বন্ধু এবং অনুগ্রহশীল সাথী আবু রাওয়হা আল-মাদানি এর মৃত্যুতে। এই দুনিয়া তাঁকে লাঞ্ছিত করেছিল এবং এভাবে শহীদ হওয়ার প্রতি তাঁর ইচ্ছা আরো বেড়ে গিয়েছিল। এই কারনে সে তাঁর সাথী হিসেবে নাসিমকে গ্রহন করেছিল এবং একটি অভিযানের সময় তাঁকে বলেছিলঃ

“আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করি যে আমরা একসাথে নিহত হব”

আমাদের বন্ধু অর্জন করেছে যা সে ইচ্ছা করতো এবং আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়েছে।

আমরা তাঁকে এইভাবে বিবেচনা করি যে সে আল্লাহর জন্য সত্য ছিল এবং আল্লাহও তাঁর জন্য সত্য ছিলেন। নাসিম সহ সে নিহত হয় ১৪২৮ হিজরির ১০ই রমযান যখন তাঁরা রাতের বেলায় একটি চেকপয়েন্টের উপর আক্রমণ অভিযান পরিচালনা শুরু করেছিল।আল্লাহ তাঁর উপর প্রচুর ক্ষমা বর্ষন করুন এবং তাঁকে ও তাঁর ভাইকে জানাতবাসী করক।

লিখেছেন

আবু আব্দুল মালিক

বাংলায় নিয়মিত পৃথিবীব্যাপী মুজাহিদদের খবর পেতে বাব-উল-ইসলাম ফোরামের বাংলা বিভাগে চোখ রাখুন।

ফোরামের বাংলা বিভাগ দেখার ঠিকানাঃ

http://bab-ul-islam.net/forumdisplay.php?f=66

ফোরামে যোগ দেওয়ার ঠিকানাঃ

http://bab-ul-islam.net/register.php